বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

www.tmed.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
www.tmed.gov.bd

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২০

প্রকাশক
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ডা. দীপু মনি, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক
জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

সম্পাদনায়
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

সম্পাদনা পরিষদ
জনাব এস. এম. মাহাবুবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব
জনাব রহিমা আক্তার, উপসচিব (কারিগরি-১)
জনাব রোকসানা রহমান, উপসচিব (প্রশাসন)
জনাব সুলতানা আক্তার, উপসচিব (মাদ্রাসা-৪)
জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)
জনাব তৌহিদুজ্জামান পাভেল, সিনিয়র সহকারী সচিব (কারিগরি-৪)

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
জনাব মো: হুমায়ূন কবীর, সহকারী সচিব
জনাব মো: এনামুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জনাব সত্যেন বিশ্বাস, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
জনাব এহসানুল হক, ক্যাটালগার

প্রিন্টিংঃ
স্প্যারো কমিউনিকেশন
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

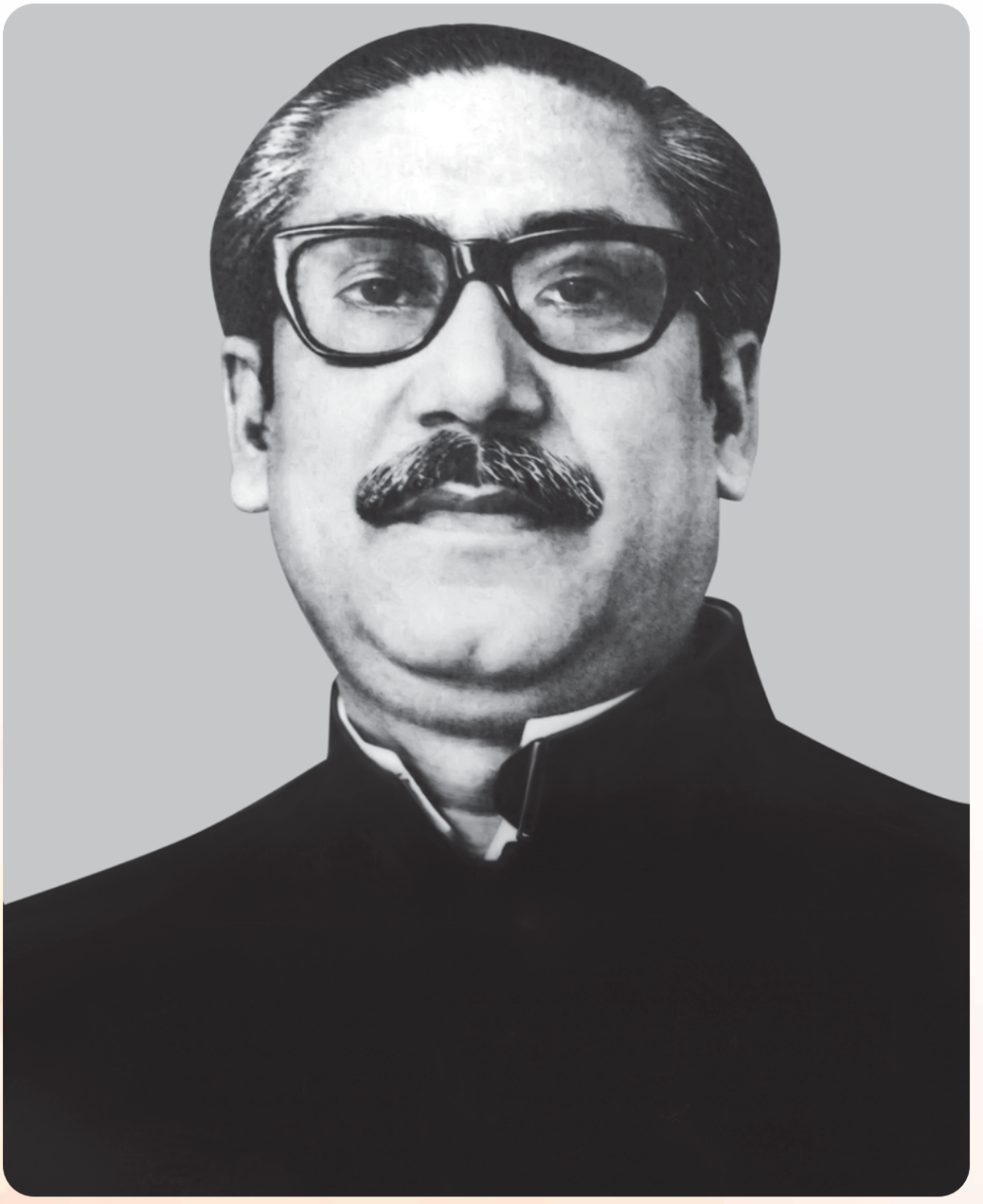

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘‘বাবারা একটু লেখাপড়া শিখ। শুধু বিএ, এমএ পাশ করে লাভ নেই। আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও কলেজ, যাতে সত্যিকারের মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে।”

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"আমরা কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য চেষ্টা করছি।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডা. দীপুমনি, এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। কোন জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রণীত রূপকল্প ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ; ২০৩০ এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জন; ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ, শান্তিময় বাংলাদেশ, ২১০০ সালের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অর্জন এবং সর্বোপরি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হবার জন্য দক্ষ, প্রযুক্তি নির্ভর এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

দেশের সব পর্যায়ে শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে। আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সুযোগ কাজে লাগাতে কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, দেশে-বিদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, Industry-Academia সমন্বয় স্থাপন করাসহ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২য় পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের লক্ষ্যে একনেক সভায় প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কারিগরি শাখা খোলাসহ কারিগরি শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকার ২০২০ সাল নাগাদ কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০%, ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০% এবং ২০৪০ সাল নাগাদ ৫০% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। সে লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং যেখানে ২০০৯ সালে কারিগরি শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ১%, বর্তমানে যা বেড়ে ১৭.১৪% এ দাঁড়িয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা- প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির হার যেসব দেশে অধিক সেখানে কর্মসংস্থানের হারও তুলনামূলক বেশি। এ বিষয়টি বিবেচনা করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকা ও দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাফল্য লাভের নিমিত্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার বেকারত্বের হার কমিয়ে এনে কর্মদক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০২৩ সাল হতে সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও ৯ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত উদ্যোগের ফলে দেশে ২৯৭৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সাধারণ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) প্রাক-বৃত্তিমূলক ও বৃত্তিমূলক কোর্স চালু হবে। এতে করে প্রাক-বৃত্তিমূলক পর্যায়ে ৫৪৬৩৩ জন শিক্ষক এবং বৃত্তিমূলক পর্যায়ে ৫২২৮৮ জন শিক্ষক ও ৫২২৮৮ জন ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে একদিকে যেমন বিশাল একটি কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হতে চলেছে, অপরদিকে কারিগরি শিক্ষায় সরকার নির্ধারিত এনরোলমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। অপরদিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অধিক অংশগ্রহণে দেশে দক্ষতাসম্পন্ন লোক অর্থাৎ দক্ষ জনসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, যা ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং টেকসই উন্নয়ন ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

দক্ষতা নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় কোরআন হাদিসসহ ধর্মীয় বিষয়সমূহের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া দেশে বর্তমানে বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে কর্মমুখী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীল মানব সম্পদে পরিণত করে বেকার সমস্যা দূর করার জন্য আগামী ২০২৩ সাল থেকে দেশের সকল মাদ্রাসায় কারিগরি শাখা খোলার বিষয়ে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশের সকল মাদ্রাসাতে জ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠন এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের উদ্যমী কর্মপ্রয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ডা. দীপুমনি, এম.পি.)
মন্ত্রী

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.
উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন স্বরূপ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আর কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন কার্যক্রমকে সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণতকরণ তথা দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং জনগণ এর সুফলও ভোগ করতে শুরু করেছে। তাছাড়া শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন ও সার্বিক উন্নয়ন টেকসই করতে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি। এসব বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও এ শিক্ষার সুযোগ অবারিত করার লক্ষ্যে ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় ০৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে প্রতি বছর ৬৬০ জন শিক্ষার্থীর বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালনা, বেইজলাইন সার্ভে, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট, নীতিমালা প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনগ্রসর ও অন্যান্য এলাকায় নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং এ শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক প্রচার প্রচারণারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ২০২০ সালে নতুন করে ৪৮৩টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবভিত্তিক ক্লাসের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সে বিষয়ে প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব স্থাপনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়ভিত্তিক পাঠগুলো সহজেই বুঝতে পারে সে জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষকগণ পাঠদান করে থাকেন। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইতোমধ্যে ৪৫০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকগণ যাতে যুগোপযোগী শিক্ষাদান করতে পারেন সে জন্য ICT, Web-Page Design, Freelancing, Graphics Design, Database এবং C Programming বিষয়ে ২৯৬৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে। উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদানের লক্ষ্য সম্পন্ন হয় সে জন্য সরকার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৬২১ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং বিএমটিটিআই এর মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মাদ্রাসায় কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে মাদ্রাসাগুলোতে কারিগরি শাখার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। দেশে ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। মাদ্রাসা এডুকেশন এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম সাপোর্ট MEMIS স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০ সালে নতুন করে ৪৯৯টি মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের চেন্নাই থেকে ০৭ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সর্বোপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সদা সচেষ্ট।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.
উপমন্ত্রী

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে একটি প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্পন্ন প্রগতিশীল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ভর্তির হার ২০২০ সালের মধ্যে ২০%, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৫০% এ উন্নীত করার জন্য সরকার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ হার ১৭.১৪%এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে ৪৯টি সরকারি এবং প্রায় ৪ শতাধিক বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কোর্স চালু আছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় সরকার বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ২৩টি জেলায় নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কারিগরি শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং বগুড়ায় একটি ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিটিআই) চালু আছে। ইতোমধ্যে উক্ত ইনস্টিটিউটসমূহে একাডেমিক-কাম-ওয়ার্কসপ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে কারিগরি বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ২, ১৩৫টি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১৯,০০০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্তির আওতায় এনে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে ২০২ টি মাদ্রাসায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এবং ৩০৩টি মাদ্রাসায় দাখিল ভোকেশনাল কোর্স চালু আছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি সংসদীয় আসনে ৬টি করে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১৮০০টি মাদ্রাসা) শীর্ষক প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৬৫৩টি মাদ্রাসায় প্রকল্পের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের "মাদ্রাসা এডুকেশন এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম সাপোর্ট স্থাপন (MEMIS) প্রকল্প" চলমান রয়েছে। ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ৩১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এবতেদায়ী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১২৫০ শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ২২৩৫০ শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫২টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনের কাজ চলমান।

আগামীতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হবে কারিগরি শিক্ষা এবং এ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনবলের শ্রম শক্তির উপর উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মিত হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

যাদের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠ কর্মের ফল এ প্রকাশনা তাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্ব, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা, অব্যাহত সমর্থন এবং নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণে গৃহীত উন্নয়মূলক কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থী ভর্তি, প্রশিক্ষণ, নারীর অংশগ্রহণ, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রযুক্তি নির্ভর কর্মকান্ডের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে এক নীরব বিপ্লব।

'কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মূল লক্ষ্য।

মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতায় কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ; নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ; মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ও আধুনিক প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে এ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ হলো:

- ২৩ টি জেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
- ২৩ টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চালু;
- ৩২৯ টি উপজেলায় ৩২৯ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু;
- উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রতি বছর ৭২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ;
- কারিগরি শিক্ষার এনরোলমেন্ট ২০% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ডিপ্লোমা পর্যায়ে আসন সংখ্যা ২৫,০০০ থেকে ৫৭,৭৮০ এ উন্নীতকরণ;
- সিঙ্গাপুর নানিয়াং পলিটেকনিকে ১৯৯৭ জন শিক্ষক/কর্মকর্তার কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৫,০০০ এর অধিক শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- Technical and Vocational Education and Training (TVET) সংক্রান্ত উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ৫২ জন শিক্ষার্থীর চীন গমন;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ৫৫৩ টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি- ইন্সটিটিউট লিংকেজ স্থাপন;
- ভর্তির ক্ষেত্রে নারী কোটা ১০% থেকে ২০% এ উন্নীতকরণসহ নারীবান্ধব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ ও ভর্তির ক্ষেত্রে ৫% কোটা সংরক্ষণ।

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরে ১,১০,০০০ জনকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ, সুদক্ষ প্রকল্পের আওতায় ৩৮,৩৫৬ জন ও স্কিলস-২১ প্রকল্পের আওতায় ১২৮৩ জন যুবককে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১৫৯৩ জন শিক্ষিত যুব ও যুব মহিলা এবং ৯০২ জন শিক্ষককে কম্পিউটার বিষয়ক বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৮৮৩ জন যুবককে পূর্ব অভিজ্ঞতা (আরপিএল) সনদ প্রদান করা হয়।

কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট এর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৯ সালে এনরোলমেন্ট ১৭.১৪% এ উন্নীত হয়। ২০২০ সালের মধ্যে ২০% ও ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বছরে গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৪.৭৫% এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬.৩৬% হারে অর্থাৎ বছরে গড়ে মোট ৬.২৩% হারে কারিগরি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং সমকালীন জীবনের চাহিদা বিবেচনায় রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগি করার জন্য সাধারণ শিক্ষাধারার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে সমগুণাবলী অর্জন এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রচলন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রতিকূলতা দূর করে মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহে সম নম্বর বন্টন, প্রশ্ন পদ্ধতির সাদৃশ্য বজায় রেখে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি), দাখিল এবং আলিম পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক নির্ধারিত দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৫২ টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএমটিটিআই)-এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৩০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট ২৭২৪ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬৫৩ টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২২ টি মাদ্রাসায় ল্যাপটপ, স্পিকার ও স্মার্ট মাল্টিমিডিয়া ইন্টার-এ্যাকটিভ প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে।

নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮০০ টি মাদ্রাসায় ২০২১ সালের মধ্যে চারতলা ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ ও দাখিল থেকে কামিল পর্যায়ে ৭৯৫০ টি মাদ্রাসায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৩৪ জন শিক্ষক/কর্মচারীকে এমপিও প্রদান করা হয়েছে। অনুদান ভুক্ত ১৫১৯ টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৪৫২৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০১
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	০১
কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ	০৩
কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন	০৫
মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগীকরণ	১৫
শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১৭
আইন, বিধি ও নীতিমালা	২০
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা	২১
টেবিল ও গ্রাফ সূচি	২৩
শব্দসংক্ষেপ	২৪

এইচএসসি, আলিম, এইচএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (বি.এম.) ও ডিআইবিএস পরীক্ষা-২০১৯ এর ফলাফল হস্তান্তর ও ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর ২০১৯ সালের আলিম পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২০৪১ সালের মধ্যে 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। দেশের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা (Demographic Dividend)-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কারিগরি শিক্ষার প্রসার, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করাই এ বিভাগের মূল কর্তব্য।

১.১ লক্ষ্য

সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি।

১.২ উদ্দেশ্য

১.২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ✓ সকল ছাত্র/ছাত্রীর বিনাখরচে ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;
- ✓ সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত দক্ষতা সম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;
- ✓ শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
- ✓ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা;
- ✓ শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সংবলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।

১.২.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ✓ কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- ✓ দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- ✓ আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ✓ দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- ✓ তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।

২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নবনিযুক্ত সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান-এর সাথে
এ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সৌজন্য সাক্ষাৎ

> কারিগরি শিক্ষা নিলে
> বিশ্বজুড়ে কর্ম মিলে

> দিন বদলের বইছে হাওয়া
> কারিগরি শিক্ষাই প্রথম চাওয়া

৩. কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে।

ছবি: বিজিএমইএ এর সাথে এমওইউ স্বাক্ষর

৩.১ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণের আওতায় নিম্নরূপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ০৮ বিভাগে ০৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ভবন নির্মাণ;
- ৪টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট;
- নতুন ৪টি (ফরিদপুর, সিলেট,বরিশাল ও ময়মনসিংহ) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন;
- ঢাকা পলিটেকনিক, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ও বগুড়া ভিটিটিআই-এ ১টি করে মোট ৩ টি মহিলা হোস্টেল স্থাপন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরে ০১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- বাংলাদেশের সব জেলায় কমপক্ষে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করার লক্ষ্যে ২৩ টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন;
- কুমিল্লা ও রাজশাহী সার্ভে ইনস্টিটিউট আধুনিকায়নসহ যশোর ও পটুয়াখালীতে নতুন সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন;
- 'উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় অন্তত একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন;
- 'কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়নসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম এবং বিদ্যমান ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট -এর বৃদ্ধি।

৩.২ শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান

STEP (Skills and Training Enhancement Project) প্রকল্প, রাজস্ব বাজেট ও সংশোধিত পরিচালন বাজেট থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নিম্নরূপভাবে বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ক্র.নং	বৃত্তি প্রদানের খাত/প্রকল্প	বৃত্তির হার (টাকা)	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	প্রদানকৃত ক্লাস/পর্যায়	মোট (টাকা)
০১.	STEP প্রকল্প	৪৮০০ (৬ মাস)	১১৭৫৮৯	ডিপ্লোমা	৫৬,৪৪,২৭,২০০
০২.	রাজস্ব বাজেট	৩৯০০	১১০০০ জন (১ বছর) + ৪৪৩ জন ৬ মাস	ডিগ্রি	৪,৩৭,৬৩,৮৫০
০৩.	রাজস্ব বাজেট	৩৩০০ (১ বছর)	৭০৩৫৪	ডিপ্লোমা	২৩,২১,৬৮,২০০
০৪.	রাজস্ব বাজেট	২৬০০	২৪৮১৩	সার্টিফিকেট	৬,৪৫,১৩,৮০০

টেবিল-১: শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী, ২০২০ উদযাপন

৩.৩ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তি

এমপিওভুক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ক্রঃ নং	২০১৭ সালের নীতিমালা অনুযায়ী আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারির সংখ্যা	কারিগরি		মোট
		নতুন	পুরাতন	
১	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪৮৪	১৬৫২	২১৩৬
২	শিক্ষকের সংখ্যা	৪৭	১৪,৩৪৮	১৪৩৯৫
৩	কর্মচারীর সংখ্যা	২২	৪,৫৮১	৪৬০৩

টেবিল-২: এমপিওভুক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৪. কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১', 'রূপকল্প ২০৪১'-এর লক্ষ্য পূরণ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। দেশে ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে মিল রেখে দক্ষতা ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এ বিভাগ মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার ইতোমধ্যে ১৭.১৪%-এ উন্নীত হয়েছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৫০%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মেমিস শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ডা. দীপু মনি এমপি

৪.১ কারিকুলাম প্রণয়ন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যুগের চাহিদার আলোকে অর্থাৎ দেশে-বিদেশে, শিল্প কারখানায় কারিগরি ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং প্রচলিত প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে সময় সময় কারিকুলাম প্রণয়ন এবং পরিমার্জন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ০৩ মাস/০৬ মাস থেকে ০৪ বছর মেয়াদি ৩৩ (তেত্রিশ) টি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে-

ক্র.নং	শিক্ষাক্রমের নাম	মেয়াদ (বছর)	টেকনোলজি/ট্রেড/স্পেশালাইজেশন সংখ্যা
ডিপ্লোমা স্তর			
১.	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং	৪	৩৪
২.	ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪	৩
৩.	ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার	৪	১
৪.	ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ	৪	১
৫.	ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি	৪	১
৬.	ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক	৪	১
৭.	ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি	৪	৮
৮.	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি	৪	৫
৯.	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (নেভাল)	৪	৪
১০.	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (আর্মি)	৪	৫

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর			
১১.	এইচএসসি (ভোকেশনাল)	২	১৪
১২.	এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	২	৫
১৩.	ডিপ্লোমা ইন কমার্স	২	২
মাধ্যমিক স্তর			
১৪.	এসএসসি (ভোকেশনাল)	২	৩১
১৫.	দাখিল (ভোকেশনাল)	২	৩১
অন্যান্যকোর্স			
১৬.	ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ (ইন সার্ভিস)	৩	১
১৭.	ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট্রি (ইন সার্ভিস)	২	১
১৮.	ডিপ্লোমা ইন এনিম্যাল হেলথ্ অ্যান্ড প্রডাকশন (ইন সার্ভিস)	২	১
১৯.	ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন	১	৩
২০.	ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন	১	৮
২১.	সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড	২	৪
২২.	ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড	১	১
২৩.	স্কিল সার্টিফিকেট কোর্স	১	৬
২৪.	সার্টিফিকেট ইন ভোকেশনাল এডুকেশন	১	৯
২৫.	সার্টিফিকেট ইন হেলথ্ টেকনোলজি	১	১০
২৬.	সার্টিফিকেট ইন পোল্ট্রি ফার্মিং	১	১
২৭.	সার্টিফিকেট ইন এনিম্যাল হেলথ্ অ্যান্ড প্রডাকশন	১	১
২৮.	জাতীয় দক্ষতামান- II	১	১৪
২৯.	জাতীয় দক্ষতামান- III	১	১৪
৩০.	এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স	১	২
৩১.	সার্টিফিকেট ইন মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড	৬ মাস	১
৩২.	প্রফেশনাল ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল	৬ মাস	১
৩৩.	জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ঘন্টা)	৩/৬ মাস	১০১
মোট			**৩২১**

টেবিল-৩: বোর্ড অনুমোদিত শিক্ষাক্রম

৪.২ কারিকুলাম পরিমার্জন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যুগের চাহিদার আলোকে অর্থাৎ দেশে-বিদেশে, শিল্পকারখানায় কারিগরি ও দক্ষজনশক্তির চাহিদা এবং প্রচলিত প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (আর্মি), ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং জাতীয় দক্ষতা মান বেসিক (৩৬০ঘন্টা) শিক্ষা ক্রমের সিলেবাস পরিমার্জন করেছে।

৪.৩ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ভিত্তিক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ১০,৬৬১টি। তন্মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৬৯৪টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৯৯৬৭টি। মোট ১০,৬৬১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৩২৬৫ টি প্রতিষ্ঠান, দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৩০৫টি, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৬৪টি, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ১৯০৭টি, ডিপ্লোমা ইন কমার্স শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ০৭টি, ডিপ্লোমা স্তরে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা (সকল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ১২৭৭টি, জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৩২২৫টি এবং অন্যান্য শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৫০৮টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরের কিছু মুহূর্ত

৪.৩.১ বছর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

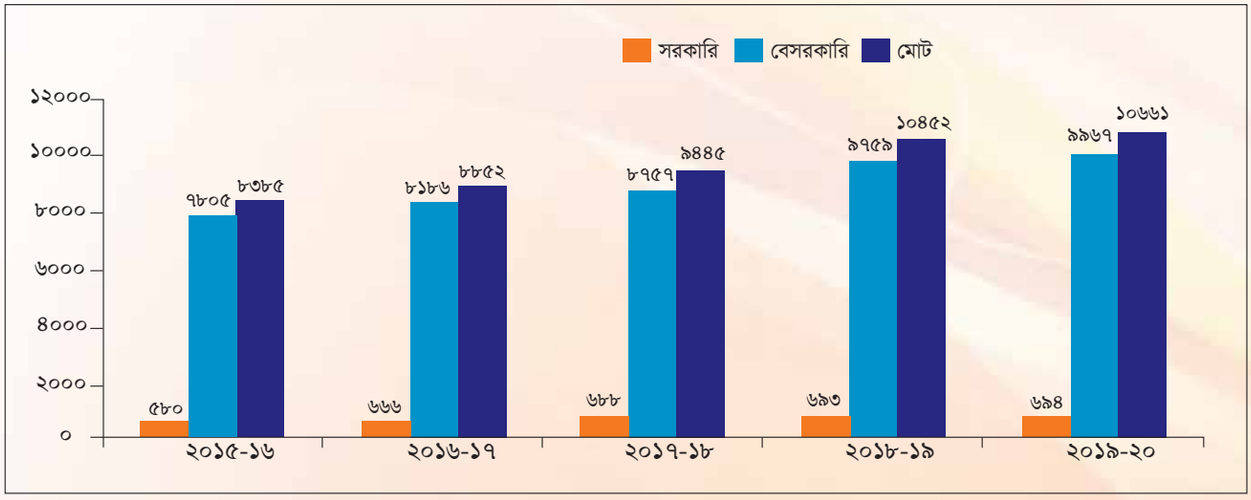

গ্রাফ-১: বছর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

৪.৩.২ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বৃদ্ধির হার

সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে বছরে ৪.৭৫% হারে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৬.৩৬% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাকুল্যে গড়ে ৬.২৩% হারে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কারিগরি প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনা হলো দেশের প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ৩২৯টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপিত হলে সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ২৩ জেলায় ২৩টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	গড় হার
সরকারি	৫৮০	১৪.৮৩%	৩.৩০%	০.৭৩%	০.১৪%	৪.৭৫%
বেসরকারি	৭৮০৫	৪.৮৮%	৬.৯৮%	১১.৪৪%	২.১৩%	৬.৩৬%
মোট	**৮৩৮৫**	**৫.৫৭%**	**৬.৭০%**	**১০.৬৬%**	**২.০০%**	**৬.২৩%**

টেবিল-৪: প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বৃদ্ধির হার

উল্লেখ্য ৪টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৮টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থাসহ বির্নিমিত হচ্ছে। অপরদিকে বেসরকারি উদ্যোগে কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। আশা করা যাচ্ছে উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকারীভাবে বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২০১২ সাল থেকে সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (CBT&A) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) এর আলোকে সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বোর্ড সনদায়ন করে থাকে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে এ পর্যন্ত ৪১১টি রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (RTO) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত হয়েছে।

৪.৪ আসন সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ভিত্তিক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত আসন সংখ্যা মোট ১১,১৮,৭৫৯ টি। তন্মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১,৬৩,০১৫টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৯,৫৫,৭৪৪টি। মোট ১১,১৮,৭৫৯টি আসনের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৩,৪৯,৩২০টি, দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ২৪,৪০০টি, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ১৪,৮৮০টি, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ১,৭৫,৩০৮টি, ডিপ্লোমা ইন কমার্স শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৬১৬টি, ডিপ্লোমা স্তরে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা (সকল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ২,২৫,৬০০টি, জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ২,৯৫,৪৭০টি এবং অন্যান্য শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য ৩৩,১৬৫টি আসন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
সরকারি	১২৪৮৮৫	১৩০০৫৫	১৩২৮০৫	১৩৩৫৪৫	১৬৩০১৫
বেসরকারি	৬৯৮৯৯৬	৭২৭৮৮৬	৮০২১৯৬	৮৮৪২৫৪	৯৫৫৭৪৪
মোট	৮২৩৮৮১	৮৫৭৯৪১	৯৩৫০০১	১০১৭৭৯৯	১১১৮৭৫৯

টেবিল-৫: আসন সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি

৪.৪.১ আসন সংখ্যা বৃদ্ধির হার

গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ৭.২২% হারে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৮.১৬% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাকুল্যে গড়ে ৭.৯৭% হারে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কারিগরি প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	গড় হার
সরকারি	১২৪৮৮৫	৪.১৪%	২.১১%	০.৫৬%	২২.০৭%	৭.২২%
বেসরকারি	৬৯৮৯৯৬	৪.১৩%	১০.২১%	১০.২৩%	৮.০৮%	৮.১৬%
মোট	**৮২৩৮৮১**	**৪.১৩%**	**৮.৯৮%**	**৮.৮৬%**	**৯.৯২%**	**৭.৯৭%**

টেবিল-৬: আসন সংখ্যা বৃদ্ধির হার

৪.৫ এনরোলমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে এনরোলমেন্ট সংখ্যা মোট ১৩,৮৭,৬৯১ জন। তন্মধ্যে ছাত্রী এনরোলমেন্ট ৩,৭০,৬৫৮ জন। অর্থাৎ ছাত্রী এনরোলমেন্ট হার ২৬.৭১%।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মোট এনরোলমেন্ট

শিক্ষাক্রমের নাম	২০১৭			২০১৮			২০১৯		
	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
এসএসসি (ভোকেশনাল)	৩০৬৪৭৫	২৩০,৮১১	৭৫৬৬৪	৩৫৩২৯৪	২৬৩,০৫৪	৯০২৪০	৩৭২২৫৭	২৭৭,৩৪৩	৯৪৯১৪
দাখিল (ভোকেশনাল)	৮৩৭৩	৬,২৫১	২১২২	৭২৬৫	৫,৩৩৫	১৯৩০	৭১২৪	৫,১৪৭	১৯৭৭
এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	২৩৪০৪৮	১৬১,০৬৪	৭২৯৮৪	২৮৪৯৮৮	১৯৩,৮৯৬	৯১০৯২	৩৮১৬১১	২৫৮,৮৯৮	১২২৭১৩
এইচএসসি (ভোকেশনাল)	১৯০৩৮	১৬,৬৮২	২৩৫৬	১৮৭৮৬	১৬,৫৬৭	২২১৯	১৪৯৬২	১৩,১৩৭	১৮২৫
ডিপ্লোমা (সকল)	৩৩৮০১২	২৮৫,৫০৫	৫২৫০৭	৩১৮১২৭	২৬৪,৮৪১	৫৩২৮৬	৩৩৮৮৮৮	২৮১,১৫২	৫৭৭৩৬
জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা)	২৬২৭৯৯	১৭৪,৯৯৫	৮৭৮০৪	২৮০৩০১	১৮১,৮৮৬	৯৮৪১৫	২৭২৮৪৯	১৮১,৩৫৬	৯১৪৯৩
মোট	**১১৬৮৭৪৫**	**৮৭৫,৩০৮**	**২৯৩৪৩৭**	**১২৬২৭৬১**	**৯২৫,৫৭৯**	**৩৩৭১৮২**	**১৩৮৭৬৯১**	**১,০১৭,০৩৩**	**৩৭০৬৫৮**

টেবিল-৭: বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে বছর ভিত্তিক এনরোলমেন্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি, সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় এনরোলমেন্ট ২০১৯ সালে মোট ৮০,৯৫,১৮৫ জন; যেখানে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ৬৭,০৭,৪৯৪ জন এবং কারিগরি শিক্ষায় ১৩,৮৭,৬৯১ জন। বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এনরোলমেন্ট হার ১৭.১৪%। এই হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়ে বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি, সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় ছাত্রী এনরোলমেন্ট ২০১৯ সালে মোট ৩৮,৭৬,২৭৩ জন; যেখানে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রী এনরোলমেন্ট সংখ্যা ৩৫,০৫,৬১৫ জন এবং কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রী এনরোলমেন্ট ৩,৭০,৬৫৮ জন। বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত মোট ছাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্রীর এনরোলমেন্ট হার ৯.৫৬%।

কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রী এনরোলমেন্টের সংখ্যা ও হার

বছর	মোট এনরোলমেন্ট (সংখ্যা)						কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট হার (%)	
	কারিগরি শিক্ষা		মাদ্রাসা শিক্ষা		(কারিগরি শিক্ষা + মাদ্রাসা শিক্ষা)		কারিগরি শিক্ষা	
	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী
২০১৭	১১৬৮৭৪৫	২৯৩৪৩৭	৬২৮১২৭৪	৩২৮৪৯৭৬	৭৪৫০০১৯	৩৫৭৮৪১৩	১৫.৬৯	৮.২০
২০১৮	১২৬২৭৬১	৩৩৭১৮২	৬৬০৫০৬৮	৩৪৫১৯১২	৭৮৬৭৮২৯	৩৭৮৯০৯৪	১৬.০৫	৮.৯০
২০১৯	১৩৮৭৬৯১	৩৭০৬৫৮	৬৭০৭৪৯৪	৩৫০৫৬১৫	৮০৯৫১৮৫	৩৮৭৬২৭৩	১৭.১৪	৯.৫৬

টেবিল-৮: কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রী এনরোলমেন্টের সংখ্যা ও হার

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে এনরোলমেন্ট ২০১৯ এর শতকরা হার থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমে এনরোলমেন্ট তুলনামূলকভাবে বেশী; পর্যায়ক্রমে এসএসসি (ভোকেশনাল), ডিপ্লোমা (সকল), জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) ইত্যাদি শিক্ষাক্রম রয়েছে। নিম্ন ছকে শিক্ষাক্রম ভিত্তিক এনরোলমেন্ট দেখানো হল-

শিক্ষাক্রম ভিত্তিক এনরোলমেন্ট হার

শিক্ষাক্রম	মোট এনরোলমেন্ট (%)
এসএসসি (ভোকেশনাল)	৪.৬০%
দাখিল (ভোকেশনাল)	০.০৯%
এইচএসসি (ভোকেশনাল)	০.১৮%
এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	৪.৭১%
ডিপ্লোমা (সকল)	৪.১৯%
জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা)	৩.৩৭%
মোট	**১৭.১৪%**

টেবিল-৯: শিক্ষাক্রম ভিত্তিক এনরোলমেন্ট হার

৪.৬ শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৭,৯৭,৩৪৬ জন। তন্মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৯৩,৫৫৫ জন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৭,০৩,৭৯১ জন।

শিক্ষাক্রম	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বিভিন্ন স্তরে বছর ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা								
		২০১৭-১৮			২০১৮-১৯			২০১৯-২০		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
ডিপ্লোমা স্তর	সরকারি	৪০৬০৫	৬২৯৪	৪৬৮৯৯	৪১০২২	৭৭৬৮	৪৮৭৯০	৪১৪০২	৬৫২৭	৪৭৯২৯
	বেসরকারি	৪১৩০৮	৯৯০৩	৫১২১১	৪৪৮৬৮	১১১০৯	৫৫৯৭৭	৪৬২৮৯	১২২০০	৫৮৪৮৯
	মোট	৮১৯১৩	১৬১৯৭	৯৮১১০	৮৫৮৯০	১৮৮৭৭	১০৪৭৬৭	৮৭৬৯১	১৮৭২৭	১০৬৪১৮
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	সরকারি	৪৯৯৩	৭৫২	৫৭৪৫	৫০১১	৭৬১	৫৭৭২	৬৫৩৫	৯৩০	৭৪৬৫
	বেসরকারি	৯৬৭৪৯	৪৪৮৪২	১৪১৫৯১	১০৭১০৭	৫৩১২২	১৬০২২৯	১৩৬৩৩৩	৬৩৫৮৬	১৯৯৯১৯
	মোট	১০১৭৪২	৪৫৫৯৪	১৪৭৩৩৬	১১২১১৮	৫৩৮৮৩	১৬৬০০১	১৪২৮৬৮	৬৪৫১৬	২০৭৩৮৪

শিক্ষাক্রম	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বিভিন্ন স্তরে বছর ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা								
		২০১৭-১৮			২০১৮-১৯			২০১৯-২০		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা)	সরকারি	৮০৯৫	৮৩৪১	১৬৪৩৬	৫৩৫১	১০৯০	৬৪৪১	৪৬৫৬	৯৫৩	৫৬০৯
	বেসরকারি	১৬৭৮৮৭	৮৩৪৬০	২৫১৩৪৭	১৬৭১২৪	৮৯১১২	২৫৬২৩৬	১৭৬৫০৬	৯০৪৬৩	২৬৬৯৬৯
	মোট	১৭৫৯৮২	৯১৮০১	২৬৭৭৮৩	১৭২৪৭৫	৯০২০২	২৬২৬৭৭	১৮১১৬২	৯১৪১৬	২৭২৫৭৮
অন্যান্য কোর্স	সরকারি	৪১০	৬০	৪৭০	৪৬	১	৪৭	৩৫০	৪৭	৩৯৭
	বেসরকারি	৪৭৩৩	১৫৬৬	৬২৯৯	৫১৩৮	২০১১	৭১৪৯	৬৮৯৯	২৯৪৭	৯৮৪৬
	মোট	৫১৪৩	১৬২৬	৬৭৬৯	৫১৮৪	২০১২	৭১৯৬	৭২৪৯	২৯৯৪	১০২৪৩
মোট	সরকারি	৮০৯১৭	১৯৮৮২	১০০৭৯৯	৭৬৯৯১	১৪৩৫৩	৯১৩৪৪	৭৯৬৩৯	১৩৯১৬	৯৩৫৫৫
	বেসরকারি	৪১১৩৩১	১৭৬১৮৮	৫৮৭৫১৯	৪২৯৭৯৪	১৯৯৯৪১	৬২৯৭৩৫	৪৮৪২২১	২১৯৫৭০	৭০৩৭৯১
সর্বমোট		৪৯২২৪৮	১৯৬০৭০	৬৮৮৩১৮	৫০৬৭৮৫	২১৪২৯৪	৭২১০৭৯	৫৬৩৮৬০	২৩৩৪৮৬	৭৯৭৩৪৬

টেবিল-১০: বোর্ডের আওতায় বছর ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ২০১৭-২০১৮ বছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছরে রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার নিরুপণ করা হয়েছে।

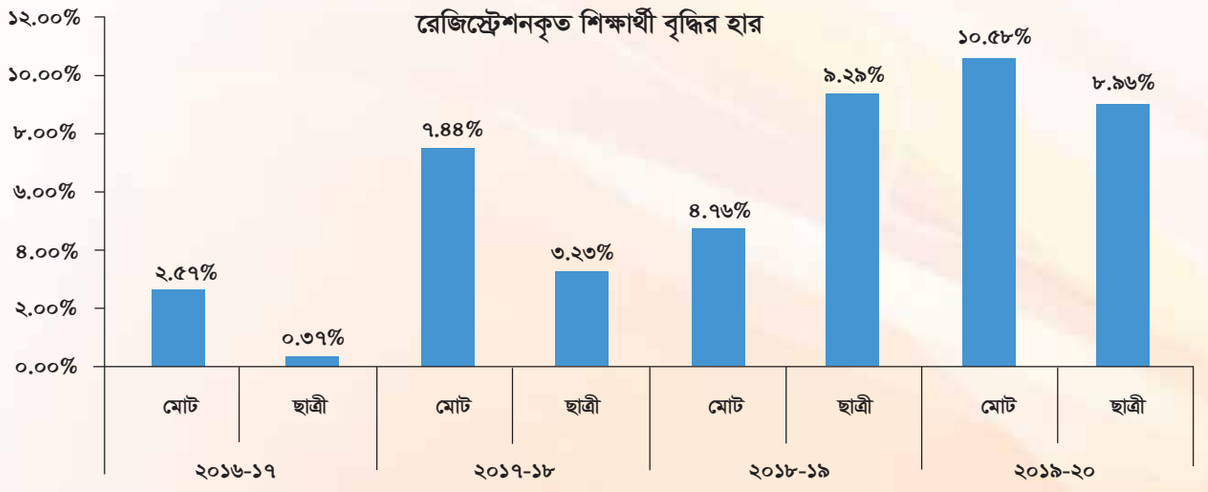

গ্রাফ-০২: রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার

মোট রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী বৃদ্ধির গড় হার ৬.৩৪% এবং রেজিস্ট্রেশনকৃত ছাত্রী বৃদ্ধির গড় হার ৫.৪৬%। ২০১৯-২০২০শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশনকৃত মোট ৭,৯৭,৩৪৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২,৩৩,৪৮৬ জন, যা মোট রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর ২৯.২৮%।

৪.৭ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সংখ্যা

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৪,৬৩,৫৪২ জন। তন্মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৯১,৯০৬ জন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৪,১১,৬৩৬ জন। উত্তীর্ণ মোট ৪,৬৩,৫৪২ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১,৩৭,৯৮৬ জন।

শিক্ষাক্রম	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা								
		২০১৭			২০১৮			২০১৯		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
ডিপ্লোমা স্তর	সরকারি	১৭৯৭২	৩৩৬৫	২১৩৩৭	১৭৯৯০	৩৯৭৯	২১৯৬৯	১৯০৫৪	৪৩৯৭	২৩৪৫১
	বেসরকারি	২৪২১৩	৩৯৭২	২৮১৮৫	২৪৩০৯	২০৩৩	২৬৩৪২	২২৮১২	২১৪৪	২৪৯৫৬
	মোট	৪২১৮৫	৭৩৩৭	৪৯৫২২	৪২২৯৯	৬০১২	৪৮৩১১	৪১৮৬৬	৬৫৪১	৪৮৪০৭
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	সরকারি	৪৪০৩	৫৯৫	৪৯৯৮	৩৪৩৪	৫৪০	৩৯৭৪	২৯৭০	৪৯৬	৩৪৬৬
	বেসরকারি	৫০২৭০	২৩৭৫৭	৭৪০২৭	৫৮৬৬৯	২৭৯৪১	৮৬৬১০	৭০৩৯৮	৩২২১৭	১০২৬১৫
	মোট	৫৪৬৭৩	২৪৩৫২	৭৯০২৫	৬২১০৩	২৮৪৮১	৯০৫৮৪	৭৩৩৬৮	৩২৭১৩	১০৬০৮১
মাধ্যমিক স্তর	সরকারি	১৫৩০১	২৬৮২	১৭৯৮৩	১৫৩০২	২৭১৮	১৮০২০	১৭৭০৪	২৯৩০	২০৬৩৪
	বেসরকারি	৪৬২১২	১৯৪০৮	৬৫৬২০	৪৬৫১৬	১৮৩৮১	৬৪৮৯৭	৫১৩৪৭	১৯৩১৭	৭০৬৬৪
	মোট	৬১৫১৩	২২০৯০	৮৩৬০৩	৬১৮১৮	২১০৯৯	৮২৯১৭	৬৯০৫১	২২২৪৭	৯১২৯৮
জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ঘন্টা)	সরকারি	৭০১৩	৮০৭৫	১৫০৮৮	৪৯৫৭	১৩৫৫	৬৩১২	৩৪৩৬	৭৬৭	৪২০৩
	বেসরকারি	১৩৭৯৪৪	৬৯১৬৭	২০৭১১১	১৪১২৫৭	৮৩৯৯৩	২২৫২৫০	১৩৫০১১	৭৪৬৩৫	২০৯৬৪৬
	মোট	১৪৪৯৫৭	৭৭২৪২	২২২১৯৯	১৪৬২১৪	৮৫৩৪৮	২৩১৫৬২	১৩৮৪৪৭	৭৫৪০২	২১৩৮৪৯
অন্যান্য কোর্স	সরকারি	৪৬৫	৪৬	৫১১	২৬৫	৬	২৭১	১৩৬	১৬	১৫২
	বেসরকারি	১৬৭৩	৪৬৮	২১৪১	১৯৪৫	৭১৩	২৬৫৮	২৬৮৮	১০৬৭	৩৭৫৫
	মোট	২১৩৮	৫১৪	২৬৫২	২২১০	৭১৯	২৯২৯	২৮২৪	১০৮৩	৩৯০৭
মোট	সরকারি	৪৫১৫৪	১৪৭৬৩	৫৯৯১৭	৪১৯৪৮	৮৫৯৮	৫০৫৪৬	৪৩৩০০	৮৬০৬	৫১৯০৬
	বেসরকারি	২৬০৩১২	১১৬৭৭২	৩৭৭০৮৪	২৭২৬৯৬	১৩৩০৬১	৪০৫৭৫৭	২৮২২৫৬	১২৯৩৮০	৪১১৬৩৬
সর্বমোট		৯১৬৩৯৮	৩৯৪৬০৫	৪৩৭০০১	৯৪৩৯৩২	১৪১৬৫৯	৪৫৬৩০৩	৯৭৬৬৬৮	১৩৭৯৮৬	৪৬৩৫৪২

টেবিল-১১: বছর ভিত্তিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৪,৬৩,৫৪২ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা মোট ১,৩৭,৯৮৬ জন, যা মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৯.৭৭%।

বছর ভিত্তিক ছাত্রী পাসের হার

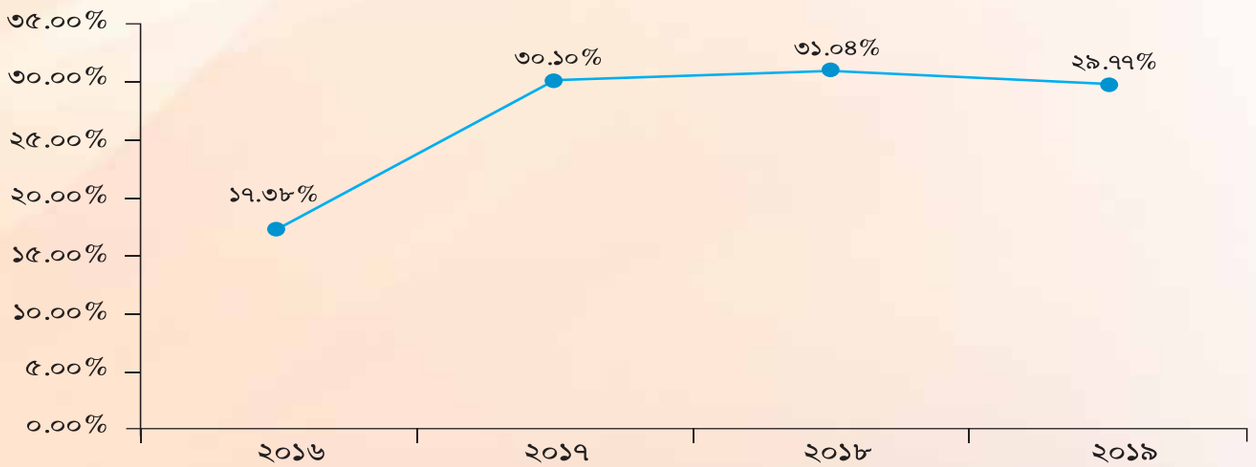

গ্রাফ-০৩: বছর ভিত্তিক ছাত্রী পাসের হার

৪.৮ এনটিভিকিউএফ সার্টিফিকেশন

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো National Technical & Vocational Qualification Framework (NTVQF) এর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অকুপেশনে সার্টিফাইড শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ১৮,৪২৮ জন। তন্মধ্যে জাতীয় দক্ষতা সনদ (এনএসসি)- ১ এ ১৪,৩৭০ জন, জাতীয় দক্ষতা সনদ (এনএসসি)- ২ এ ৩,০৫৯ জন এবং জাতীয় দক্ষতা সনদ (এনএসসি)- ৩ এ ৯২ জন।

বছর ভিত্তিক সার্টিফাইড শিক্ষার্থীর সংখ্যা

বিবরণ	বছর ভিত্তিক এনরোলমেন্ট (সংখ্যা)		
	২০১৭	২০১৮	২০১৯
এনএসসি-১	১৪,৬৯১	১৫,২১১	১৪,৩৭০
এনএসসি-২	৮২৩	৯৯৩	৩,০৫৯
এনএসসি-৩	৭২	৯৪	৯২
প্রি- ভোক-২	১২৩	১৯	-
টিচার/ ট্রেইনার	১০২	৪৬	২০৭
ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসেসর	২৮২	৩০০	৬৩২
মোট সার্টিফিকেশন	১৬,০৯৩	১৬,৭৪০	১৮,৪২৮
স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্টস	৪,৬৫১	৫,৪৪২	৬,৫১৫
মোট রেজিস্ট্রেশন	**২০,৭৪৪**	**২২,১৮২**	**২৪,৯৪৩**

টেবিল-১২: বছর ভিত্তিক সার্টিফাইড শিক্ষার্থীর সংখ্যা

৪.৯ মোট সার্টিফিকেশন

বছর ভিত্তিক মোট সার্টিফিকেশন সংখ্যা

বিবরণ	বছর ভিত্তিক এনরোলমেন্ট (সংখ্যা)							
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
পুরুষ	৪৯	৩৭৫	৫৯০	৬,৭১৫	৫,৩১৫	১১,৬৩৫	১২,০০৫	১২,৭২০
মহিলা	৫	৫১	১৬১	১,৯৭৪	২,১২০	৪,৪৫৮	৪,৭৩৫	৫,৭০৮
মোট সার্টিফিকেশন	৫৪	৪২৬	৭৫১	৮,৬৮৯	৭,৪৩৫	১৬,০৯৩	১৬,৭৪০	১৮,৪২৮

টেবিল-১৩: বছর ভিত্তিক মোট সার্টিফিকেশন সংখ্যা

৪.১০ মোট স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্টস

বছর ভিত্তিক মোট স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্টস

বিবরণ	বছর ভিত্তিক এনরোলমেন্ট (সংখ্যা)							
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
পুরুষ	৭	৬৭	২৭৩	২,১০৪	১,৮৪২	৩,৭১২	৪,৩২৬	৪,৮২০
মহিলা	-	৮	৬৪	৬০২	৫৭০	৯৩৯	১,১১৬	১,৬৯৫
স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্টস	৭	৭৫	৩৩৭	২,৭০৬	২,৪১২	৪,৬৫১	৫,৪৪২	৬,৫১৫

টেবিল-১৪: বছর ভিত্তিক মোট স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্টস

৪.১১ মোট রেজিস্ট্রেশন

বছর ভিত্তিক মোট রেজিস্ট্রেশন

বিবরণ	বছর ভিত্তিক এনরোলমেন্ট (সংখ্যা)							
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
পুরুষ	৫৬	৪৪২	৮৬৩	৮,৮১৯	৭,১৫৭	১৫,৩৪৭	১৬,৩৩১	১৭,৫৪০
মহিলা	৫	৫৯	২২৫	২,৫৭৬	২,৬৯০	৫,৩৯৭	৫,৮৫১	৭,৪০৩
মোট রেজিস্ট্রেশন	৬১	৫০১	১,০৮৮	১১,৩৯৫	৯,৮৪৭	২০,৭৪৪	২২,১৮২	২৪,৯৪৩

টেবিল-১৫: বছর ভিত্তিক মোট রেজিস্ট্রেশন

৪.১২ এনটিভিকিউএফ বাস্তবায়নে অন্যান্য অর্জনসমূহ

- ✓ মোট ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল (ISC) ১২ (বার) টি।
- ✓ মোট কম্পিটেন্সি স্টান্ডার্ড (Competency Standard) ৪০১টি।
- ✓ মোট আরটিও (RTO) ৪১১টি।
- ✓ মোট অকুপেশন (Occupation) ১৮৩টি।
- ✓ মোট কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্টস (Course Accreditation Documents) ৪০১টি।
- ✓ মোট সিবিএলএম (CBLM) ৩৫৪টি।

"একটি দক্ষ জনশক্তিই পারে দেশের উন্নয়ন ঘটাতে। সুতরাং দেশের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সাথে একীভূত করা হবে।"
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪.১৩ তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য পরিচালিত কার্যক্রম:

- দক্ষতা উন্নয়নে কনস্ট্রাকশন ও রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরে ১,১০,০০০ জনকে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান;
- স্কিলস- ২১ প্রকল্পের আওতায় ১২৮৩ জন যুবককে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৮৮৩ জন যুবককে আরপিএল সনদায়ন করা হয়েছে;
- 'সুদক্ষ প্রকল্পে'র আওতায় ৩৮,৩৫৬ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫. মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগীকরণ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর নির্দেশনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের মূল শিক্ষাধারার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার বিভিন্ন স্তর, যেমন স্বতন্ত্র এবতেদায়ী, সংযুক্ত এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে বাস্তবমুখী, যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষানির্ভর জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে মাদ্রাসায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এবং দাখিল ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫.১ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩২২টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের প্রতিটিতে ০৬টি করে চারতলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি মেমিস প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা শুরু হয়েছে। এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ডাটা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;

৫.২ শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা	বৃত্তির হার	বার্ষিক (এককালীন)	বৃত্তির মেয়াদ
এবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী	মেধা	৭৫০০	৩০০	২২৫	৩ বছর
	সাধারণ	১৫০০০	২২৫	২২৫	
জেডিসি	মেধা	৩০০০	৪৫০	৫৬০	২ বছর
	সাধারণ	৬০০০	৩০০	৩৫০	
দাখিল	মেধা	৬০০	৬০০	১০৫০	২ বছর
	সাধারণ	৭৫০	৩০০	৬০০	
আলিম	মেধা	১৫০	৭৫০	১৮০০	৩ থেকে ৪ বছর
	সাধারণ	৬০০	৩৫০	৭৫০	

টেবিল-১৬: শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান

৫.৩ পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল (জেডিসি, দাখিল ও আলিম)

বিগত ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা ক্ষেত্রে প্রকাশিত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপঃ

	জেডিসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ		দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ		আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	
পরীক্ষার সন	মোট	হার	মোট	হার	মোট	হার
২০১৯	৩,৪১,৫৫৩	৮৯.৭৭%	২,৫৪,৭১০	৮৩.০৩%	৭৬,২৮১	৮৮.৫৬%
২০১৮	৩,৪০,৩১১	৮৯.০৪%	২,০৩,৩৮২	৭০.৮৯%	৭৬,৯৩২	৭৮.৬৪%
২০১৭	৩,১১,২৪৭	৮৬.৮০%	১,৯৩,০৫১	৭৬.২০%	৭৪,৫৬১	৭৭.০২%
২০১৬	৩,৩২,৪৭৯	৯৪.০২%	২,১৭,৫০০	৮৮.২৯%	৭৯,০৭৭	৮৮.২৫%
২০১৫	৩,১৭,৩১২	৯২.৪৬%	২,২৯,৬৬৬	৯০.২০%	৭৪,৪৬১	৯০.১৯%
২০১৪	২,৯১,৩০৫	৯৩.৫০%	২,১১,২৬৯	৮৯.২৮%	৯৯,৫৮১	৯৪.০৮%
২০১৩	২,৮৫,৮৪৫	৯১.১৩%	১,৯৭,২৫৫	৮৯.১৫%	৮০,০১৬	৯১.৪৭%
২০১২	৩,০৩,৯৯২	৯১.০০%	২,৪১,৬৭৫	৮৮.৫০%	৭৭,৩৩১	৯১.৭৯%
২০১১	২,৭৪,৯৬৫	৮৮.৭৩%	১,৯৭,৮৭৪	৮৩.৩১%	৬৮,২৪০	৮৯.৭৭%

টেবিল-১৭ : পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল (জেডিসি, দাখিল ও আলিম)

"আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেত-খামার কল-কারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি, যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।"

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৫.৪ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তি

ক্রঃনং	২০১৮ সালের নীতিমালা অনুযায়ী আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা	মাদ্রাসা		মোট
		নতুন	পুরাতন	
১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৫০২	৭৬২৪	৮১২৬
২	শিক্ষকের সংখ্যা	৩,৪৬৩	১,১৮,১৩৬	১২১৫৯৯
৩	কর্মচারীর সংখ্যা	১,৫৯১	২৬,২৭২	২৭৮৬৩

টেবিল-১৮ : মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তি

৬. শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

"কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন-লাইনভর্তি কার্যক্রম, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ১১৯টি প্রতিষ্ঠানে ১৭৫১টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের জন্য ৬৪০০টি জনবলের পদ সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি সংসদীয় আসনে ৬টি করে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১৮০০টি মাদ্রাসা)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; ৬৫৩টি মাদ্রাসায় প্রকল্পের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের 'মাদ্রাসা এডুকেশন এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম সাপোর্ট স্থাপন (MEMIS)'; ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা; ৩১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা; এবতেদায়ী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১১,২৫০ জন শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুলে এবং ২২,৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫২টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

৬.২ সেবা সহজকরণ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে চারটি উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ করেছে। আইডিয়া চারটি হল (ক) অন লাইনে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে প্রেরণ, (খ) অন লাইনে শিক্ষার্থীদের হাজিরা গ্রহণ, (গ) অন লাইনে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বদলীর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (ঘ) অন লাইনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন। ইতোমধ্যে "অন লাইনে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে প্রেরণ" আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। "অন লাইনে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বদলীর ব্যবস্থা গ্রহণ" আইডিয়া এর পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট (গ) ও (ঘ) নম্বর আইডিয়ার কার্যক্রম চলমান আছে। বিএমটিটিআই ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা টিকিউআই কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনটি আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে-

১. প্রশিক্ষণার্থী রেজিস্ট্রেশন সহজকরণ
২. প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
৩. অ্যাপস এর মাধ্যমে প্রশিক্ষক মূল্যায়ন।

০৭ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে নেকটারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

৬.৩ প্রশিক্ষণ

কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদানের লক্ষ্যে কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া এর মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া এর মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) মাদ্রাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূলকার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা। এছাড়া সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬.৩.১ নেকটার পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থীদের তালিকাঃ

ক্র. নং	কোর্স/ট্রেড	প্রশিক্ষার্থী			ব্যাচ সংখ্যা
		নারী	পুরুষ	মোট	
০১.	এ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স	১২১	২১৫	৩৩৬	৫০- ৫২তম
০২.	Professional Freelancing (SEO, SMM)	১৯	১৬১	১৮০	৩২-৪০তম
০৩.	Fundamentals of Webpage Designing	১৪	১৪৬	১৬০	২২-২৯তম
০৪.	Graphics Design (Adobe Photoshop & Adobe Illustrator)	২৬	১৫৫	১৮১	২৯-৩৭তম
০৫.	C Programming Language	২৩	১৭০	১৯৩	৩০-৩৮ তম
০৬.	PHP & My SQL/Database Management systems using Oracle	১১	৪৯	৬০	
০৭.	Wordpress Theme Customization	১৫	১০৫	১২০	
০৮.	Special Basic Computer Learning	১৪২	১৬২	৩০৪	৪৯-৬৩তম
০৯.	In-House Training Course (NACTAR)	০৭	৫২	৫৯	৬-৮তম
১০.	এ্যাডভান্সড তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০৪	৫৫৩	৬৫৭	১৯-২৩তম
	মোট=	৪৮২	১৭৬৮	২২৫০	

টেবিল-১৯: নেকটার পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

মাদ্রাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমটিটিআই এ নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নিয়মিত পরিচালিত হয়ে আসছে ।

৬.৩.২ বিএমটিটিআই পরিচালিত চলমান প্রশিক্ষণসমূহ ঃ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের শিরোনাম	কোর্সের মেয়াদ
০১.	দাখিল স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক (আরবি, ইংরেজি, গণিত, আল-কুরআন, বাংলা, ইসলামের ইতিহাস, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ও বিজ্ঞান) প্রশিক্ষণ কোর্স	৪ সপ্তাহ
০২.	সিনিয়র মাদ্রাসা অধ্যক্ষগণের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যাবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	৩ সপ্তাহ
০৩.	দাখিল মাদ্রাসা সুপারগণের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	৩ সপ্তাহ
০৪.	সিনিয়র মাদ্রাসা প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকগণের বিষয়ভিত্তিক (আরবি, ইংরেজি, গণিত, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান) প্রশিক্ষণ কোর্স	৪ সপ্তাহ
০৫.	এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রধানগণের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	২ সপ্তাহ
০৬.	এবতেদায়ী জুনিয়র শিক্ষকগণের বিষয় ভিত্তিক (আরবি, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান) প্রশিক্ষণ কোর্স	১ সপ্তাহ

টেবিল-২০: বিএমটিটিআই পরিচালিত চলমান প্রশিক্ষণসমূহ

৬.৩.৩ শিক্ষক/কর্মচারী (দেশে-বিদেশে)

ইন-হাউস এবং দেশীয় প্রশিক্ষণের আওতায় ৪৭১৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান; সিংগাপুর নানিয়াং পলিটেকনিকে ২০১৯ পর্যন্ত ১৯৯৭ জন শিক্ষক-কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান; চীনের গুয়াংজুতে পর্যায়ক্রমে ৫৮১ জন শিক্ষক-কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্কিলস-২১ প্রকল্পের আওতায় ৬৬৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এক নজরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

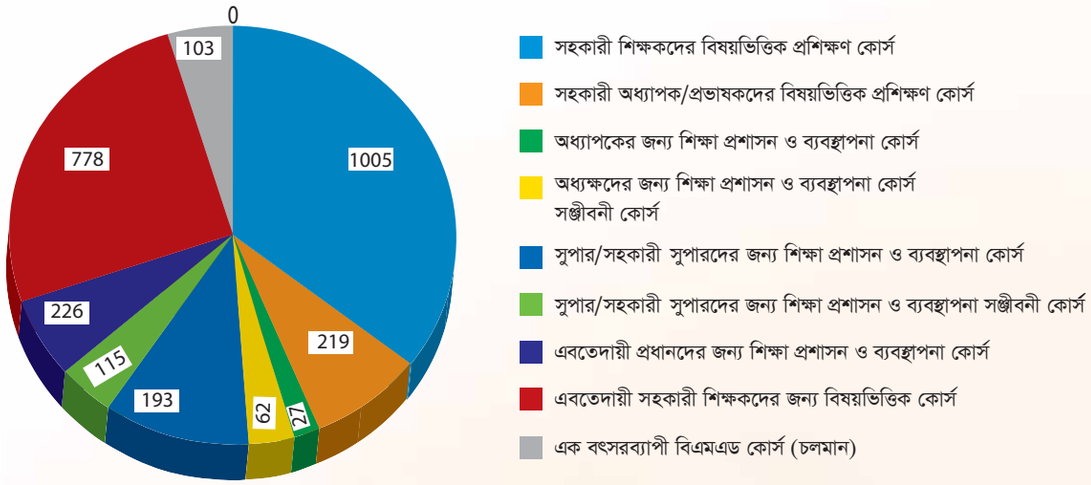

গ্রাফ-০৪: বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

৬.৪ গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম:

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (Research and Development) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;

১০ টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

ইতোমধ্যে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে পরপর দুই বছর আন্তর্জাতিক স্কিল কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে;

২০১৪ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজন করা হচ্ছে;

মোট ৮৭৬৮ টি প্রজেক্টের প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে;

৬.৫ নারীর অংশগ্রহণ

ভর্তির ক্ষেত্রে মহিলা কোটা ১০% থেকে ২০% এ উন্নীত করা হয়েছে;

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীবান্ধব টেকনোলজি/ট্রেড চালুর কার্যক্রম চলমান;

STEP প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬২ টি প্রতিষ্ঠানে ১০০% নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;

নতুন অনুমোদিত উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় শতভাগ নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

ছবি: অপ্রচলিত পেশায় মহিলারা

৬.৬ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫% কোটা সংরক্ষণ ;

দক্ষতা সনদায়নে Recognition of Prior Learning (RPL) প্রবর্তন।

৭. আইন, বিধি ও নীতিমালা

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, বিজ্ঞানসম্মত, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত উৎপাদনশীল মানবসম্পদ তৈরী ও বেকার সমস্যা সমাধানে এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে নিম্নরূপ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ক) আইন

- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন ২০২০;

(খ) বিধি

- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২০;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০১৫ (সংশোধিত);
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউ (বিএমটিটিআই) এর নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ (প্রস্তাবিত);
- The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর Schedule II এর Part- VIII অংশ সংশোধন, (প্রস্তাবিত)।

(গ) নীতিমালা

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে নিম্নরূপ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

- বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (অক্টোবর সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) ভোকেশনাল, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, কৃষি ডিপ্লোমা ও মৎস্য ডিপ্লোমা (প্রস্তাবিত);
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত), (প্রস্তাবিত);
- TVET পলিসি;
- জুনিয়র দাখিল (জেডিসি), দাখিল ও আলিম পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা;
- জুনিয়র দাখিল (জেডিসি), দাখিল ও আলিম পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা;
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা নীতিমালা-২০২০;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা -২০১৯;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার/ফিশারিজ শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০, (প্রস্তাবিত);
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০, (প্রস্তাবিত);
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০ (প্রস্তাবিত);
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/ ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০, (প্রস্তাবিত);
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০, (প্রস্তাবিত);
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল)/দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০, (প্রস্তাবিত);
- শিক্ষার্থী তথ্য সংশোধন নীতিমালা, ২০২০, (প্রস্তাবিত);

৮. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

৮.১ অর্জনসমূহ

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রত্যাশায় ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারের নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ইতিমধ্যে এ বিভাগের অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন প্রণয়ন;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে আটটি বিভাগে আটটি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় স্থাপন ও কার্যক্রম চালুকরণ;
- TVET উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে One Stop Service চালুকরণ;
- কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনে স্কীলস এন্ড ট্রেনিং এ্যানহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ;
- বাংলাদেশ স্কীল্স ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড প্রোডাক্টিভিটি (বি-সেইফ) প্রজেক্ট গ্রহণ;
- স্কীল্স এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (সেইফ-বি) প্রজেক্ট গ্রহণ;
- বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য সেন্টার ফর একসিলেন্স প্রতিষ্ঠা।
- কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ১% থেকে ১৭.১৪% এ উন্নীতকরণ;
- ৫২টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালুকরণ;
- ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন;
- কারিগরি শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার হ্রাস;
- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান (১১,২৫০ জনকে ট্যালেন্টপুল ও ২২,৩৫০ জনকে সাধারণ বৃত্তি);
- ৩২২ টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ও ৩১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাবসহ ক্লাসরুম স্থাপন;
- কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং এন্ড এসেসমেন্ট (CBTA) চালুকরণ (পাইলটিং চলছে)

১৫ দিন মেয়াদি এ্যাডভান্সড আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের (১ম ব্যাচ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্লাম্বার বর্তমানে মাসিক ৩০,০০০ টাকা উপার্জন করছে।

৮.২ চ্যালেঞ্জসমূহ

স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বেকারত্বের হার কমিয়ে এনে কর্মদক্ষতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগীকরণে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;
- উৎপাদন সক্ষম মানবসম্পদ তৈরি;
- লক্ষমাত্রা অনুযায়ী এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতে স্বাভাবিক পাঠদান ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা;
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ এবং সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
- শিশু, প্রতিবন্ধি, জেন্ডার সংবেদনশীল ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ সংবলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন;
- যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

"কারিগরি দক্ষতাই টেকসই উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের একমাত্র চাবিকাঠি।"
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৮.৩ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা-মানব সম্পদ উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন:

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টিতে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক এসডিজি-৪ (ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৮ সালে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। TVET কর্মপরিকল্পনার কিছু Plan ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বেশ কিছু plan আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। এ বিভাগের TVET ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা আইন (TVET) Act প্রণয়ন
- জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা মান নির্ণায়ক বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেইমওয়ার্ক (BQF) প্রণয়ন
- শিক্ষক নিয়োগে শিল্প-কারখানায় বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন
- ডিপোমা/উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে শিক্ষার্থী বিনিময়সহ স্কলারশীপ চালুকরণ
- পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন
- সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় সহকারি প্রধান শিক্ষক (ভোকেশনাল) এর পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ
- মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে ক্রেডিট ট্রান্সফারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আক্রিডিটেশন এজেন্সি কর্তৃক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের স্বীকৃতি অর্জন
- কারিগরি শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে টিচার্স কোয়ালিফিকেশন ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- উচ্চতর শিক্ষার লক্ষ্যে TVET বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সিটিটিউট (BTTTRI) স্থাপন।

টেবিল সূচি

টেবিল এর ক্রমিক নম্বর	টেবিল এর শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান	০৪
০২	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তি	০৪
০৩	বোর্ড অনুমোদিত শিক্ষাক্রম	০৫
০৪	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বৃদ্ধির হার	০৮
০৫	আসন সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি	০৮
০৬	আসন সংখ্যা বৃদ্ধির হার	০৮
০৭	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে বছর ভিত্তিক এনরোলমেন্ট	০৯
০৮	কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রী এনরোলমেন্টের সংখ্যা ও হার	০৯
০৯	শিক্ষাক্রম ভিত্তিক এনরোলমেন্ট হার	১০
১০	বোর্ডের আওতায় বছর ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১০-১১
১১	বছর ভিত্তিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১২
১২	বছর ভিত্তিক সার্টিফাইড শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৩
১৩	বছর ভিত্তিক মোট সার্টিফিকেশন সংখ্যা	১৩
১৪	বছর ভিত্তিক মোট স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্টস	১৩
১৫	বছর ভিত্তিক মোট রেজিস্ট্রেশন	১৪
১৬	শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান	১৫
১৭	পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল (জেডিসি, দাখিল ও আলিম)	১৬
১৮	মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তি	১৬
১৯	নেকটার পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	১৮
২০	বিএমটিটিআই পরিচালিত চলমান প্রশিক্ষণসমূহ	১৮

গ্রাফ সূচি

গ্রাফ নম্বর	গ্রাফ এর শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	বছর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	০৭
০২	রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার	১১
০৩	বছর ভিত্তিক ছাত্রী পাসের হার	১২
০৪	বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ	১৯

শব্দসংক্ষেপ

ICT	Information and communication Technology.
MEMIS	Madrasah Education Management Information System
TVET	Technical and Vocational Education and Training.
RPL	Recognition of Prior Learning.
BMTTI	Bangladesh Madrasah Teachers Training Institute (BMTTI)
STEP	Skill and Training Enhancement Project.
JDC	Junior Dakhil Certificate.
HSC(VOC)	Higher Secondary School Certificate (Vocational).
SSC(VOC)	Secondary School Certificate (Vocational).
HSC(BM)	Higher Secondary School Certificate (Business Management).
Dakhil(voc)	Dakhil Vocational.
APA	Annual Performance Agreement.
TSC	Technical School and College.
CBT&A	Competency Based Training and Assessment.
NTVQF	National Technical and Vocational Qualification Framework.
RTO	Register Training Organization.
NSC	National Skill Certificate.
ISC	Industry Skill Council.
CBLM	Competency Based Learning Materials.
TQI	Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project.
NACTAR	National Academy for Computer Training And Research.
SEO	Search Engine Optimization.
SMM	Social Media Marketing.
BQF	Bangladesh Qualification Framework.
BTTTRI	Bangladesh Technical Teachers Training Research Institute.
BTEB	Bangladesh Technical Education Board

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ